খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

# সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 09 ❑ Issue 41 ❑ 25 Dec., 2025 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

## পুরনো বোর্ডের বিরুদ্ধে ২২ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ আনলেন পৌরসভার বর্তমান চেয়ারম্যান

প্রতিনিধি : দায়িত্বভার গ্রহণ করে বনগাঁ পৌরসভার অগ্নিকন্যা পার্ককে ঘিরে দুর্নীতির অভিযোগ তুললেন পৌরসভার বর্তমান চেয়ারম্যান দিলীপ মজুমদার।

চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, সোমবার চেয়ারম্যান হিসেবে প্রথম কাজ শুরু করেছেন তিনি। ২৫ ডিসেম্বর পার্কে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়। সে কারণে এদিন সন্ধ্যায় কাউন্সিলররা অগ্নিকন্যা পার্কে গিয়ে পার্কে চলা সমস্ত অনৈতিক কাজ হাতেনাতে ধরে ফেলেন। দিলীপ বাবু বলেন, আমরা জানতে পারলাম, দীর্ঘদিন ধরে এই পার্কের মধ্যে অনৈতিক কাজ হচ্ছে, দুশো টাকা করে শোয়ার চেয়ার ভাড়া পাওয়া যায়। এবং আশপাশে অনেক আপত্তিকর জিনিসপত্র পড়ে আছে। এখানে বিভিন্ন ইভেন্ট বিকল হয়ে পড়ে আছে, আর সেগুলোর নামে ফলস বিল করে পৌরসভার প্রায় ২২ কোটি টাকা তছরুপ করা হয়েছে। প্রাক্তন চেয়ারম্যান ঘনিষ্ঠ ৭ জনার একটি র্যাকেট এই কাজ করেছে। বিষয়টির তদন্ত হবে।

যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে প্রাক্তন চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ বলেন, পৌরসভার যদি কোন কাজ হয় তার জন্য ইঞ্জিনিয়ার আছে। অর্থ দপ্তরের পারমিশন নিতে হয়। সমস্ত কাজ স্বচ্ছতার সঙ্গে হয়েছে। আমি নিজে তদন্ত চেয়েছিলাম ২০১১ সাল থেকে ২০২৫ পর্যন্ত কত টাকা এদিক ওদিক হয়েছে তার জন্য। আমি দেড় মাসের ছুটিতে ছিলাম। এতদিন সব ঠিক ছিল। তাহলে এর মধ্যে কিভাবে অগ্নিকন্যা পার্কে অনৈতিক কাজ হল। কারা করল সেটা বুঝতে হবে।

এ বিষয়ে বিজেপি কাউন্সিলর দেবদাস মন্ডল বলেন, বর্তমান চেয়ারম্যান প্রাক্তন, চেয়ারম্যান দুজনেই তৃণমূল। পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছেন। প্রকাশ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। দুর্নীতি হলে তা তদন্ত করে দেখতে হবে।

## পুরপ্রধানের মুকুটে দিলীপ মজুমদার

সায়ন ঘোষ : প্রতীক্ষার অবসান। কাটল জট। বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান পদে এক বড় ধরনর পরিবর্তন দেখা গেলো। প্রাক্তণ চেয়ারম্যান গোপাল শেঠের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের অনাস্থা আনার পর, শনিবার নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হলেন বনগাঁ পুরসভার ৫ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দিলীপ মজুমদার এবং ভাইস চেয়ারম্যান হলেন জ্যোৎস্না আঢ্য। এই পরিবর্তন মূলত দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং গোপাল শেঠের নেতৃত্বের ব্যর্থতার কারণেই ঘটেছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

গত কয়েক মাস ধরে বনগাঁ পুরসভায় নাগরিক পরিষেবা নিয়ে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা গেছে। বিশেষ করে জলযন্ত্রণা, রাস্তাঘাটের খারাপ অবস্থা এবং সাধারণ নাগরিক সুবিধায় অব্যবস্থা শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি করেছে। তৃণমূলের ভোটকুশলীর সমীক্ষায় এই তথ্য উঠে আসে, যেখানে বলা হয় যে, গত লোকসভা নির্বাচনে বনগাঁ পুরসভার ২২টি ওয়ার্ডের সবকটিতেই তৃণমূলের হারের জন্য এই প্রশাসনিক ব্যর্থতাকেই দায়ী করা হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গোপাল শেঠকে পদত্যাগ করার নির্দেশ দেয়। কিন্তু গোপাল শেঠ সেই

চতুর্থ পাতায়...

## বিশ্বাসঘাতক দল বিজেপি বলছেন মতুয়া ভক্তরা

প্রতিনিধি : খসড়া তালিকা প্রকাশ হওয়ার পর থেকেই আতঙ্কে, উদ্বিগ্নে ঘুম উড়ে গিয়েছে বনগাঁ মহকুমায় বসবাসকারী মতুয়া ভক্তদের। একাধিক মতুয়া অধ্যুষিত গ্রামে দুশ্চিন্তায় কাজ বন্ধ করে বাড়িতে বসে আছেন বহু বাসিন্দা। তারা এতদিন আশায় ছিলেন, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর তাদের জন্য কোন একটা ব্যবস্থা করবেন। এদেশের নাগরিকত্ব দেবেন। কিন্তু এখনো পর্যন্ত তারা নাগরিকত্ব না পাওয়ায় বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন। মতুয়া ভক্তদের অনেকেই জানাচ্ছেন, শান্তনু ঠাকুর তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সিএএতে আবেদন করলে নাগরিকত্ব মিলবে। একইসঙ্গে ভোটার তালিকায় পাকাপাকি ভাবে জায়গা পাওয়া যাবে। কিন্তু অনেকেই সিএএতে আবেদন করে এখনো নাগরিকত্ব পাননি। বনগাঁ মহকুমার খসড়া তালিকা অনুযায়ী ১ লক্ষ ৩৪ হাজার মানুষ নো ম্যাপিং তালিকায় রয়েছে। গাইঘাটার বিজেপি বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর নিজেই জানাচ্ছেন এই ১ লক্ষ ৩৪ হাজার নো ম্যাপিং ভোটারের মধ্যে অন্তত ৯০ ভাগ মতুয়া সমাজের মানুষ।

বিভিন্ন সময় ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এদেশে এসেছেন হাজার হাজার মানুষ। বনগাঁ মহকুমায় তারা বাড়ি কিনে জমি কিনে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছেন। অনেকে ভোটার তালিকায় নামও তুলেছেন। অন্যান্য ভারতীয় পরিচয় পত্রও রয়েছে তাদের। কিন্তু ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম না থাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। তাঁদেরই একজন বিমল রায় বলেন, আমার বাড়ি ছিল বাংলাদেশের নড়াইল জেলায়। ১৯৯৫ সালে এদেশে পরিবার নিয়ে এসেছি। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম নেই। পরবর্তী সময়ে ভোটার তালিকায় নাম উঠেছিল। আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম থাকবে কিনা! সিএএতেও আবেদন করে রেখেছি। এখনো হেয়ারিং এর ডাক আসেনি। নরসিংহ পোদ্দার নামে এক মতুয়া ভক্ত বলেন ১২-১৩ বছর আগে বাংলাদেশের বরিশাল থেকে এসেছি। সিএএতেও আবেদন করেছি কয়েক মাস হয়ে গেল। এখনো নাগরিকত্ব পাইনি। বিজেপি সিএএ নিয়ে আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। শান্তনু ঠাকুর আমাদেরকে ভাওতা দিয়েছেন। কারণ এখন পর্যন্ত আমাদের সিএএর হেয়ারিংয়ে ডাকা হয়নি। নিরোদ রায় নামে এক উদ্বাস্তু মতুয়া বলেন, যশোর জেলায় আমাদের বাড়ি ছিল। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় আমার নাম নেই। ইচ্ছে ছিল সিএএতে আবেদন করার। কিন্তু যারা করেছে তারাও বিজেপির প্রতারণার শিকার হয়েছেন। সে কারণে বিজেপির ভাওতাবাজিতে আমি আর পা দিতে চাইছি না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, যার ভোটার কার্ড, আধার কার্ড আছে, তিনি নাগরিক। মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই আমাদেরকে রক্ষা করবেন।

তৃতীয় পাতায়...

## মতুয়াদের নাম বাদ যেতে পারে আশঙ্কা শান্তনুরও

প্রতিনিধি : এস আই আর এর মাধ্যমে মতুয়াদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যেতে পারে বলে এবার আশঙ্কা প্রকাশ করলেন বনগাঁর সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। সোমবার বনগাঁর গাঁড়াপোতায় বিজেপির এক প্রতিবাদ সভায় অংশ নিয়েছিলেন শান্তনু বাবু। সেখানে তিনি বলেন, ভোটার তালিকা থেকে যদি ৫০ লক্ষ রোহিঙ্গা মুসলিমের নাম বাদ দিতে গিয়ে ১ লক্ষ আমাদের মতুয়াদের নাম যদি বাদ যায়, এটুকু তো সহ্য করে নিতেই হবে। কারণ ওদের থেকে এরা

তৃতীয় পাতায়...

## অশান্ত বাংলাদেশ, বনগাঁয় ধৃত ৪ বাংলাদেশি

প্রতিনিধি : অশান্ত বাংলাদেশ। সেই আবহে বনগাঁ থানার পুলিশের জালে চার বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। যার মধ্যে একজন মহিলা। সোমবার সূত্রে খবর পেয়ে বনগাঁ থানার রেলবাজার এলাকা থেকে অনুপ্রবেশের অভিযোগে পুলিশ তিন যুবককে গ্রেফতার করে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা হল, মোঃ ফারুক, মুহাম্মদ আরিফ ও মোহাম্মদ মারুফ। বাংলাদেশের খেজুরতলা জিয়ানগরের বাসিন্দা। পুলিশের দাবি, বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে এদেশে অনুপ্রবেশ করেছিল ধৃতরা। বেশ কয়েক বছর এদেশে থাকার পর সোমবার পুনরায় বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার জন্য বনগাঁ স্টেশন চত্বরে এসেছিল তারা।

পাশাপাশি বনগাঁ থানার পাঠশিমুলিয়া মাঠপাড়া এলাকা থেকে পুলিশ এক মহিলাকে গ্রেফতার করে। পুলিশের দাবি, ধৃত মহিলা লাভলি মন্ডল বাংলাদেশ থেকে বেআইনিভাবে এদেশে অনুপ্রবেশ করেছিল। জেরায় ধৃত লাভলি মন্ডল স্বীকার করে, কুড়ি হাজার টাকার বিনিময়ে বাংলাদেশ থেকে চোরাই পথে এ দেশে এসেছিল। বনগাঁ থেকে গুজরাটে কাজের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল ধৃত মহিলা। ধৃত ৪ বাংলাদেশী নাগরিককে মঙ্গলবার বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলে পুলিশ।

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
# সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৯ ❐ সংখ্যা ৪১ ❐ ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৫ ❐ বৃহস্পতিবার

## মশা চিনুন; সর্তক হোন

রাজ্য জুড়ে ডেঙ্গির দাপট। ইতিমধ্যেই কয়েক হাজার মানুষ ডেঙ্গি জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন। মৃত্যুর হারও বেড়ে চলেছে। কিন্তু সতর্ক হবেন কীভাবে! কীভাবে চিনবেন ডেঙ্গি মশা। প্রায় সবারই জানা, এডিস ইজিপ্টি নামে এক বিশেষ প্রজাতির মশা এই রোগের বাহক। জেনে নিন, কেমন দেখতে হয় এই মশা। এডিস ইজিপ্টি মশা, অর্থাৎ ডেঙ্গির মশা গাঢ় কালো রঙের হয়। পায়ে থাকে সাদা সাদা দাগ। সাধারণ মশার থেকে আকারে ছোট হয় এডিস ইজিপ্টি। দৈর্ঘ্য মাত্র ৪ থেকে ৭ মিলিমিটার। স্ত্রী মশারা পুরুষদের তুলনায় লম্বা হয়। এরা খুব বেশি উড়তে পারে না। ডেঙ্গির মশা বেশিরভাগই দিনের বেলায় কামড়ায়। দিনের বেলায় এই মশা সবথেকে বেশি সক্রিয় থাকে। সূর্য ওঠার দু'ঘণ্টা পর থেকেই দাপট বাড়ায় ডেঙ্গির মশা। ডেঙ্গির মশার বিপদ দিনেই বেশি বলে জানিয়েছে বিশেষজ্ঞ মহলও। সূর্যাস্তের এক ঘণ্টা আগে থেকেই ক্ষমতা কমে এই মশার। তাই দুপুরে সবচেয়ে বেশি ডেঙ্গির মশার উপদ্রব।

দীর্ঘ ১৯ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
সবিতা অ্যাড এজেন্সি
বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের জন্য যোগাযোগ করুন...
M. 9474743020

## ব্যাক-ওয়াটার রাজ্য কেরালা

*[ভ্রমণকাল ১৩/১২/২০১৬ থেকে ২৬/১২/২০১৬]*

**অজয় মজুমদার**

কন্যাকুমারীর বর্ণনা গত ফেব্রুয়ারি মাসে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের সময় লিখেছিলাম ও সেজন্য এখন শুধু কন্যাকুমারীর ভ্রমণের স্পটগুলি উল্লেখ করলাম—

কন্যাকুমারী সমুদ্র সৈকত, ভট্টাকোট্টাই ফোর্ট, কন্যাকুমারী মন্দির, বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল, তিরুবল্লুবর মূর্তি, ভগবতী আম্মান মন্দির, গান্ধী মূর্তি মন্ডপম, কন্যাকুমারী পিয়ার (সানসেট ভট্ট পয়েন্ট), কামরাজার মনি মন্ডপ সৌধ, সুনামি মেমোরিয়াল পার্ক, বেশ কিছু নামি চার্চ আছে, মাছ ধরার বীচ গুলি দর্শনীয়, মোম মিউজিয়াম, ফিল্ম মিউজিয়াম (নিজেকে যেমন খুশি সাজান)। ইথেনো মেডিসিন কান্নিক (Etheno medicine, Kannik)— যারা উদ্ভিদ এবং জনগোষ্ঠী নিয়ে উৎসাহী তাদের জন্য একটি গবেষণাপত্রের সংক্ষিপ্তসার।

তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারী জেলার কন্যাকুমারী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য বসবাসকারী কান্নিকর উপজাতিদের দ্বারা প্রায়ই ব্যবহৃত লোক কাহিনীর ঔষধি ভাবে গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদগুলি সনাক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে ।কান্নিকররাএই অঞ্চলের প্রধান উপজাতি গোষ্ঠী। পেচি পড়াই পঞ্চায়েতের ১৮ কন্নিকর বসতিতে এই জরিপটি পরিচালিত হয়েছিল। ঐতিহ্যবাহী নিরাময়কারীদের সাথে সাধারণ কথোপকথনের মাধ্যমে ব্যবহার ঔষধি উদ্ভিদের বিবরণ, চিকিৎসা পদ্ধতি, প্রস্তুতির পদ্ধতি এবং সংগ্রহ এবং নথিভুক্ত করা হয়েছিল। ২২ টি পরিবারের প্রায় ৩৮টি উদ্ভিদ নথিভূক্ত করা হয়েছে। এই অঞ্চলে পাওয়া বন্য উদ্ভিদগুলির. চর্মরোগ, জ্বর এবং সাপ, মাকড়সা এবং বিচ্ছুর কামড় সহ অন্যান্য রোগের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হয় । কন্নিকররা বেশিরভাগ গাছের পাতা, শিকড় কখনো কখনো পুরো গাছ, বীজ এবং ফল ব্যবহার করে। ভেষজ চিকিৎসকদের দ্বারা চিকিৎসা করা সাধারণ রোগগুলি ছিল— হাঁপানি, হজমের সমস্যা পশুর কামড় এবং চর্মরোগ। বেশিরভাগ উদ্ভিদ ফ্যাবেসি, তারপরে অ্যাস্টেরেসি এবং অ্যাকান্থেসি অন্তর্ভুক্ত।

ফার্মাকগনোস জার্নাল এবং ফাইটোকেমিস্ট্রি গবেষণা পত্রের নাম "কন্যাকুমারীর কন্নিকরদের ব্যবহৃত প্রাকৃতিক পণ্য জেলা- তামিলনাড়ু, ভারত। লেখক- ইফ ব্রিস্কা রেনুগা এবং এস মেরি মোটিল্ড হালি ক্রস কলেজ, ই.রোড. ভট্টাকরাই, নাগারকোয়েল, তামিলনাড়ু ৬২৯০০৪, ভারত। e-mail- brisrem@gmail.com

২৪ শে ডিসেম্বর ২০১৬— সকাল ৭৪০ কোপ হাওড়া এক্সপ্রেস (নাম্বার ১২৬৬৬) কন্যাকুমারী হাওড়া। মোট দূরত্ব ২৪০৮ কিলোমিটার। রওনা হলাম, ছাব্বিশে ডিসেম্বর ২০১৬ ভোর ৩.১৫ মিনিটে আমরা হাওড়া পৌঁছাই।

**... সমাপ্ত**

## বনচাঁড়ালের ডায়েরি পর্ব : ১ ● বাঘের বটতলা

*'হেথায় ছিল বাঘমামা, তাই/ গল্প সবার মুখে/ বাঘ যে কোথায় পালিয়ে গেল/ মানুষ ছিল সুখে।/বট গাছেরও মৃত্যু হল/ ইতি গল্প বলা/ সবার আঙুল বলবে তবু/ ও-যে বাঘের বটতলা।'*

ছড়াটি ২০.০৯.২০২৪ তারিখে বন্ধু বীরেশ্বর বক্সী পাঠায়। সঙ্গে বটগাছটির মাটিতে পড়ে-থাকা দৃশ্য। দেখেই মন কেঁদে ওঠে। পরে জানায়, ১৬ সেপ্টেম্বর বেলা বারোটা নাগাদ প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে গাছটি ভেঙে পড়ে। আহা, একটা ইতিহাস হারিয়ে গেল এভাবে!

জন্ম হলে মরতে তো হবেই— সে মানুষ হোক কিংবা গাছ, নদী হোক বা নক্ষত্র। কিন্তু এ-মহাবৃক্ষের মৃত্যুকাল আসেনি। অকালেই ঝরে গেল। এখন প্রশ্ন, কেন গেল? এর সহজ উত্তর— আধুনিক সভ্যতার স্পর্শ পেয়ে। বটেরঝুরি স্বাভাবিক বিস্তারে বাধা পেলেই ধরে নিতে হবে তার কাল অকালেই ঘনিয়ে এসেছে। যখন জন্মেছিল, তখন চরাচরে ছিল নির্জন মাঠ। গাছ তখন আরামে ছড়িয়েছে বাহু। সে কি জানত দেশভাগ হবে— যার ফলে কাতারে-কাতারে রিফিউজিরা চলে আসবে এপারে? মুহূর্তেই ওলট-পালট হয়ে যাবে জনবিন্যাস? জানত কি ১৯৮০ ও ২০২৪ সাল দু'টির মধ্যে ভারতে জনসংখ্যার আকাশ-পাতাল ফারাক? মহাবৃক্ষের চারপাশে মানুষ এল। বিদ্যুৎ এল। পাকা রাস্তা হল। অগত্যা বাধা পেল তার স্বাভাবিক বিস্তার। বট হয়ে উঠল ঝুরিহীন। ফলে একদিন ঝড়জলে উপড়ে পড়ে রইল সে। ৩০.০৯.২০২৪ তারিখে গিয়ে দেখলাম মহাক্ষেত্রে মহাবৃক্ষ পড়ে আছে ভগ্ন উরু নিয়ে একা। বনগাঁ-বাগদা সড়কের পাইকপাড়া মোড় হতে রামচন্দ্রপুর যাবার পথে সামান্য এগলেই ডাইনে পড়বে স্থানটি। গ্রাম ও মৌজা পাইকপাড়া। ঘাটবাঁওড় গ্রামপঞ্চায়েত।

বনগ্রাম সুন্দরবন অঞ্চলেরই অংশ ছিল একদা। কালে-কালে 'বন' কমেছে, বেড়েছেগ্রাম। বেড়েছে শহর। আর পালিয়েছে বাঘ। কবে 'বাঘের বটতলা' নাম হল— কেউ জানে না। মুখে-মুখে এভাবেই তো স্থানের নামকরণ হয়। তবু কোনও ঘটনা থেকে যায় নেপথ্যে— হয় তা সত্য, নইলে কাল্পনিক।

বাঘের বটতলা হতে বাঘের কাল গেছে বহুকাল। এসেছে মানুষ। কবি সুনীল সোনা বলেন, 'মানুষের ভয়ে দীর্ঘকাল ওইপথে সন্ধের পর একলা মানুষ যেত না। সাইকেল-গোরু-মোটর সাইকেল লুট হয়ে যেত। রামচন্দ্রপুরের দেবেন মণ্ডল গোহাটায় গোরু নিয়ে গেছিলেন বেচতে। বিক্রি না-হলে গোরু নিয়েই ফেরেন। একটু রাত হয়। পরদিন সকালে পাশের এক খেতে তার লাশ পাওয়া যায়। গোরু উধাও! নয়ের দশকের ঘটনা।

আমার কবিবন্ধু, রামচন্দ্রপুরের তুষার মণ্ডল, রাতে সাইকেল নিয়ে ফিরলে সাইকেল কেড়ে নেয়। তুষার শুধু বলে, আমার মালিক গৌর দাস (কল্পিত নাম)। ব্যস, ভয়ে ছিনতাইকারিরা সঙ্গে সঙ্গে সাইকেল ফেরত দিয়ে দেয়। বাপেরও থাকে বাপ, ডাকাতের ডাকাত! এ-গল্প তুষার শুনিয়েছিল ২০০২ সালের দিকে, থানার পাশে দিদির চায়ের দোকানে বসে। সেই বছরই কবি অর্ঘ্য মণ্ডল ও কবি তমাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রথম সাইকেল চালিয়ে বাঘের বটতলা যাই। যাই কবি সুনীল সোনার বাড়ি— রামচন্দ্রপুর সীমান্তগ্রামে। এখন নেই বাঘের বটতলার বাঘ, ভূতপ্রেত ও ডাকাত। বট নেই— নাম আছে, তলা আছে। আর সেই তলে আছে সারি সারি লরি। রাতে আলোয় ঝলমল করে এলাকা। এখন সেখানে শুধু চাপা পড়ার ভয়!

**চলবে...**

## গাইঘাটা থানার নতুন আইসি সূর্য শংকর মণ্ডল

নীরেশ ভৌমিক ঃ গাইঘাটা থানার ইন্সপেক্টর হয়ে এলেন সূর্য শংকর মণ্ডল, সম্প্রতি তিনি বিদায়ী ওসি রাখহরি ঘোষ এর স্থলাভিষিক্ত হলেন। রাখহরি বাবু বর্তমানে বনগাঁ পুলিশ জেলায় কর্মরত আছেন। সূর্যশংকর বাবু রানাঘাটে ডি.আই.বি'র ইন্সপেক্টর পদ ছেড়ে গাইঘাটা থানায় ইন্সপেক্টর পদে আসীন হলেন। সূর্য শংকর বাবু এখানে যোগদানের শুভক্ষণে গাইঘাটা আই.সি. থানা মর্যাদা লাভ করে। আইসি থানার মর্যাদা লাভে থানার পুলিশ কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি সহ পরিকাঠামোর উন্নয়ন হবে বলে

আশা ব্যক্ত করেন। গাইঘাটা আইসি থানার মর্যাদা লাভ করায় ব্লকের আপামর বাসিন্দাগণ সন্তোষ প্রকাশ করেন। নবাগত পুলিশ ইন্সপেক্টর সূর্য শংকর বাবুকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাতে আসেন উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদের তিনবারের বিজয়ী সদস্য নিত্যানন্দ রায় (সুভাষ), জেলা পরিষদ সদস্য অভিজিৎ বিশ্বাস, ব্লক কংগ্রেসের অন্যতম সভাপতি পার্থপ্রতিম রায় সহ বহু বিশিষ্ট জন ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ।

উপন্যাস

## বেঙ্গালুরু উবাচ ১

**পীযূষ হালদার**

তাতে কিছু বক বসে আছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে সাদা সাদা ফুল ফুটে আছে। লেকের ব্যপ্তি আর সৌন্দর্য দেখে আমি অভিভূত। ধন্ধে আটকে না থেকে, কেবল দেখা, দেখা আর দেখা। বাচ্চাদের রাহ্যেমটা মনে মনে আউড়ে নিলাম।

একটা জিনিস দেখে হঠাৎই মনটা উদাস হয়ে গেল। বুঝতে পারলাম, লেকটা ছোট হতে হতে অনেকটাই ছোট হয়ে গিয়েছে। ইকো সিস্টেম না মেনেই লেকটাকে ইট পাথর দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। পৃথিবীর সঙ্গে মানুষ তার সম্পর্কটা কী নিজেই বুঝতে পারে না? নিজেরাই ধ্বংস করে দিচ্ছে। গাছ কাটছে, জলাশয় বোজাচ্ছে। ইচ্ছেমতো জঙ্গল উড়িয়ে দিয়ে আবাসন তৈরি করছে। অথচ বুঝল না, নিজেদেরকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। পৃথিবীর এই নীরব মৌনী অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়েছে। আগুনঝরা উত্তাপ পৃথিবীকে গ্রাস করছে। ঝড়, বৃষ্টি, হড়পা বানে মানুষের জীবন বিপন্ন হচ্ছে।

সেদিন মন মরা হয়ে লেক থেকে ফিরিনি। হোসা লেকের যতটুকু আছে সেটুকু অন্তঃকরণ করে ফ্লাটে ফিরেছিলাম। পরে আর একদিন সকালে হোসা লেক গিয়েছিলাম। অদ্ভুত একটা ব্যাপার দেখলাম। দুটো, তিনটে গোল নৌকায় করে কিছু মানুষ মাছ ধরছে। চকচকে সাদা রংয়ের মাছ জলে ধরা পড়ছে। ডাঙ্গায় কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হল এরা মাছের দোকানদার। জিজ্ঞাসা করলাম, " দোকান কোথায়? " ওরা হিন্দি আর কন্নড় শব্দ মিসিয়ে যা বলল তাতে বুঝলাম, যেখানে থাকি তার থেকে বহু দূরে। এবার জিজ্ঞাসা করলাম, "এখান মাছ বিক্রি হবে কিনা ?" ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দিতে বলে ওরা বিক্রি হবে বুঝিয়ে দিল। আমাদের ওখানে যেমন মাছ বিক্রেতারা মাঝে মাঝে সাইকেলের পেছনে মাছ নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়, এরা সেইরকম। প্রায় ১ কেজি ৬০০ গ্রাম সাইজের একটা কাতলা মাছ আমি কিনে ফেললাম। ওরা কিনেছিল ১৬০ টাকা কেজি দরে। আমাকে যখন বিক্রি করল তখন দাম নিল ১৮০ টাকা করে। মনে হয় এগুলোই বাজারে বিক্রি হয় ২২০ টাকা করে। এবার বাড়িতে ফোন করলাম। পরিষ্কার জানিয়ে দিল, বাড়িতে কাটা যাবে না। চিন্তায় পড়ে গেলাম। কী করা যায় মাথায়, ঘুরপাক খাচ্ছিল। হঠাৎ মনে পড়ল, মিনতি আছে। ওর কাছ থেকেই তো মাছ কিনি। বলতে হবে 'জ্যান্ত মাছ দেখে আর থাকতে পারিনি, কিনে নিলাম। তুমি একটু কেটে দাও, বাপু। আমি তোমাকে টাকা দেব।' পশ্চিমবঙ্গের রায়দিঘির মিনতি পাইক মেয়েটা ভালো। নিজের ভাইকে সাথে নিয়ে এখানে এসে মাছ আর চিকেনের দোকান দিয়েছে। বিয়াই মশাই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। মাছ কিনতে গেলে পুরনো মাছ হলে দেয় না। ছেলে সুদীপ এখানেই পড়াশোনা করে। এবার এল এল বি সিক্সথ সেমিস্টার।

কথাটা শুনে, মিনতি একটু হেসে বলল, " আঙ্কেল, আমরাও ওদের কাছ থেকে মাছ কিনি। দিন, কিনে ফেলেছেন যখন কেটেই দিই। অন্যায় ঢাকার জন্য যেরকম হাসি মুখে ফোঁটে, আমার মুখেও সেরকম ফুঁটে উঠল। কিছু বলতে পারলাম না।

**চলবে...**

## হেপাটাইটিস দূরীকরণে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগ

সংবাদদাতা ঃ হেপাটাইটিস দূরীকরণে NVHCP বিশেষ উদ্যোগ গ্রহন করেছে উত্তর ২৪ পরগণা জেলা দফ্তর। হেপাটাইটিস বা জণ্ডিস রোগে মানুষের মৃত্যু রোধে গ্রামে গ্রামে নাটক, মূকাভিনয় ও লোকশিল্পীদের প্রচারাভিযানে নামিয়েছেন জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ। জণ্ডিস রোগ সম্পর্কে সাধারণ মানুষজনকে সচেতন করে তুলতে লোক শিল্পীগণ জেলার বিভিন্ন ব্লকে প্রচারমূলক অনুষ্ঠান শুরু করেছেন।

গত ১২ তারিখ থেকে আয়োজিত প্রচারাভিযানে অংশ নিয়েছে ঠাকুরনগর মাইম একাডেমী অফ কালচারের শিল্পীগণ। সংস্থার কর্ণধার বিশিষ্ট মূকাভিনেতা চন্দ্রকান্ত শিরালী জানান, ইতিমধ্যে তাঁরা জেলার আমডাঙ্গা, হাবড়া- ১ ও ২ ব্লক ছাড়াও গাইঘাটা, বনগাঁ, বাগদায় প্রচার কর্মসূচীতে অংশ নিয়েছেন। অভিনয়ের মাধ্যমে হেপাটাইটিস রোগ এবং এই রোগ থেকে মুক্তি পাবার ব্যাপারে মানুষজনকে সচেতন করেছেন। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের নির্দেশে মারণ রোগ হেপাটাইটিস নিয়ন্ত্রণে ২৯ ডিসেম্বর অবধি জেলার দেগঙ্গা, বারাসাত, ব্যারাকপুর ও রাজারহাট ব্লকে এইডস্ প্রতিরোধে প্রচারাভিযান চালিয়ে যাবেন বলে মুকাভিনেতা চন্দ্রকান্ত বাবু আরোও জানান।

## তৃণমূল নেতা গোবিন্দ দাসের স্মরণ সভা

নীরেশ ভৌমিকঃ গত ১৯ ডিসেম্বর ছিল গাইঘাটার প্রয়াত তৃণমূল নেতা গোবিন্দ দাসের প্রথম মৃত্যু বার্ষিকি।

প্রয়াত নেতার স্মৃতিচারনায় এক সভার আয়োজন করেন তাঁর অনুগামী তৃণমূল নেতা ও কর্মীগণ। এদিন মধ্যাহ্নে চাঁদপাড়া গাইঘাটা থানা মার্কেটিং এর অনুষ্ঠানগৃহে অনুষ্ঠিত স্মরণ সভায় দলের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন দলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস, দলনেত্রী তথা গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাক্চি, প্রবীণ নেতৃত্ব কার্তিক প্রামানিক, যুব নেতৃত্ব সব্যসাচি ভট্ট, চাঁদপাড়ার প্রধান দীপক দাস, কালিপদ বিশ্বাস, সমীর বিশ্বাস। ছিলেন প্রয়াত গোবিন্দ বাবুর পুত্র শীর্ষেন্দু ও শ্যালিকা তাপসী ঘোষ প্রমুখ।

দলের ব্লক সভাপতি ও এদিনের সভার অন্যতম আহ্বায়ক শ্যামল বিশ্বাস সমবেত সকলকে স্বাগত জানান। বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ গোবিন্দ বাবুর দলের প্রতিষ্ঠা কাল থেকে দলের জন্য তাঁর ত্যাগ তিতীক্ষা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। এলেকায় দল গঠনে এবং দলের কল্যানে তাঁর আজীবন লড়াই এর কথাও তুলে ধরেন। নেতৃবৃন্দ প্রয়াত নেতার স্বপ্ন পূরণ করতে রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে দিকে দিকে তৃণমূল প্রার্থীদের জয় যুক্ত করার আহ্বান জানান।

## সাড়ম্বরে শুরু হল নকসার নাট্য উৎসব

সংবাদদাতা ঃ গত ২১ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় গোবরডাঙার সংস্কৃতি কেন্দ্রে মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বালনের মধ্য দিয়ে মহাসমারোহে শুরু হয় নাটকের শহর গোবরডাঙার অন্যতম নাট্যদল 'নকসা' আয়োজিত ১৩ তম বর্ষের নাট্যোৎসব রঙ্গ যাত্রা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বর্ষিয়ান অভিনেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য, নাট্য ব্যক্তিত্ব বিল্বদল চট্টোপাধ্যায়, গোবরডাঙার সংস্কৃতিপ্রেমী পৌরপ্রধান শংকর দত্ত প্রমুখ। নকসার কর্ণধার স্বনামখ্যাত নাট্য পরিচালক অশিষ দাস উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান সেই সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ পথ চলার ইতিবৃত্ত তুলে ধরে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। বিশিষ্ট জনেরা তাঁদের বক্তব্যে সাফল্যের সাথে আশিষ চ্যাটার্জী তথা গোবরডাঙা নকসার দীর্ঘ পথ চলার ভূয়সী প্রশংসা করেন। নকসা পরিচালিত গোবরডাঙার সাংস্কৃতি কেন্দ্রে ৫ দিন ব্যাপী আয়োজিত নাট্যোৎসবে ৭ খানি নাটক মঞ্চস্থ হয়, সংস্থার চারখানি নাটক ছাড়াও ছিল মনিপুর উড়িষ্যা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইসিটি, ও নিউজার্সির মঞ্চ সফল নাটক 'বাণিজ্যে বসতি সক্ষ্মী। উৎসবের বিভিন্ন দিনে নাট্য সেমিনার, নাটকের গান ও দত্তপুকুর দৃষ্টি পরিবেশিত নৃত্যানুষ্ঠান 'পান্ডুলিপির সাদা পাতা' এবং তবলা ও সেতারে রাজু সরকার ও অয়ন বোসের যুগলবন্দী দর্শক ও শ্রোতা মন্ডলীকে মুগ্ধ করে। সব কিছু মিলিয়ে নকসার ১৩ তম বর্ষের নাট্যোৎসব সার্থকতা লাভ করে।

## বনগাঁর বল্লভপুর কোঠাবাড়িতে অনুষ্ঠিত হল রক্তদান ও চক্ষুপরীক্ষা শিবির

সংবাদদাতা ঃ রক্তদান মহৎদান, রক্তদান জীবন দান। এই আদর্শকে সামনে রেখে এক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে বনগাঁর কালুপুর অঞ্চলের বল্লভপুর গ্রামের শ্রী শ্রী কালীমায়ের মন্দির কমিটির সদস্যগণ। গত ২১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত রক্তদান শিবিরে কল্যানী এইমস এর চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীগণ ৭৬ জন স্বেচ্ছা রক্তদাতার রক্ত সংগ্রহ করেন। রক্তদাতাদের মধ্যে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল যথেষ্ট। এছাড়া কলকাতার এমপি বিড়লা আই ক্লিনিক এর চিকিৎসকগণ এদিন বল্লভপুর সহ পার্শ্ববর্তী গ্রামের কয়েক শো মানুষের বিনা ব্যয়ে চক্ষু পরীক্ষা করেন। অন্যতম সংগঠক দীপক মণ্ডল ও রায়গঞ্জ বিএড কলেজের অধ্যক্ষ ও গ্রামবাসী ড. চৈতন্য মণ্ডল প্রমুখের আন্তরিক সহযোগিতায় এদিনের সমস্ত কর্মসূচী সার্থক হয়ে ওঠে। বর্ষিয়ান গ্রামবাসী, শিক্ষক গণেশ মণ্ডল জানান, ৭ পৌষ কোঠাবাড়ির প্রাচীন কালীমন্দিরে বার্ষিক স্মরণ উৎসব উপলক্ষ্যে আপামর গ্রামবাসীগণের মধ্যে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা চোখে পড়ে। চক্ষুপরীক্ষা শিবিরে আগত ৪১ জন চক্ষু রোগীর ছানি অপারেশন এবং ১২৩ জনকে বিনা মূল্যে চমশা প্রদান করি হয়েছে বলে গণেশ বাবু আরোও জানান। মন্দির কমিটির এই মহতী উদ্যোগ ও সেবামূলক কাজকে সকলেই সাধুবাদ জানান।

## চাঁদপাড়ায় প্রয়াত সিপিআই (এম-এল) লিবারেশন পার্টির বরিষ্ঠ সংগঠক দীনবন্ধু দাসের স্মরণ সভা"

প্রতিনিধি ঃ গত ২৬ অক্টোবর ২০২৫ প্রয়াত হয়েছিলেন উত্তর ২৪ পরগণার চাঁদপাড়ার দীর্ঘদিনের পার্টির সংগঠক ও কর্মী দীনবন্ধু দাস। গত ৩০ নভেম্বর ২০২৫ চাঁদপাড়া পার্টি অফিসে সর্বস্তরের পার্টিকর্মী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে তার স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হলো। এই সভায় পার্টির চারটি শাখা সংগঠনের পক্ষ থেকে কমরেডগণ ও ১০ জন মহিলাকর্মী উপস্থিত ছিলেন। স্মৃতিচারণ করেন উত্তর ২৪ পরগণা পার্টির জেলা সম্পাদক সুব্রত সেনগুপ্ত, বরিষ্ঠ পার্টিকর্মী নির্মল ঘোষ, জেলা সংগঠক তন্ময় নন্দী (তিনুদা), সংগঠক অজয় বসাক, মহিলা নেত্রী জয়শ্রী দাস, গাইঘাটা লোকাল কমিটির সম্পাদক কমল কর্মকার, জেলা সংগঠক সঞ্জীব চক্রবর্তী, সংগঠক অমরেশ বিশ্বাস (বাচ্চু)। উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক সুরঞ্জন প্রামাণিক, সাংস্কৃতিককর্মী দীপক মিত্র, সুশান্ত বিশ্বাস। জেলা সম্পাদক তার স্মৃতিচারণে বলেন, দীনুদা শুধু একজন সাধারণ পার্টিকর্মী বা সংগঠক ছিলেন না। তিনি ছিলেন পার্টি গোপন অবস্থায় থাকাকালীন গোপন ও অসুস্থ পার্টিকর্মীদের আশ্রয়দাতা। তার সমাজসেবামূলক কাজের জন্য তিনি ছিলেন চাঁদপাড়া এলাকার বহু সাধারণ মানুষের ভরসাভাজন। কমবয়সে নিজের সহধর্মিণী প্রয়াতা হলেও একমাত্র শিশুপুত্রের লালন করার সাথে সর্বক্ষণ পার্টির সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে গেছেন। অন্যান্য বক্তাগণ দীনুদার পার্টির কাজে দায়বদ্ধতাকে আজকের পার্টিকর্মীদের অনুসরণযোগ্য বলে উল্লেখ করেন। এই প্রসঙ্গে বক্তাগণ বর্তমান রাজ্য সরকারের দুর্নীতি ও জনবিরোধী কাজের এবং কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী, মানুষের মধ্যে ঘৃণা ও বিভাজনকারী তথা গরীব মানুষের কর্মের অধিকার খর্বকারী সরকারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করে আন্দোলন গড়ে তোলার কথা বলেন। দীনবন্ধু দাসের স্মরণসভায় গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন পার্টিকর্মী ও সাংস্কৃতিক সংগঠক তথা গণগায়ক অনুপ মজুমদার (বাবুনি)।

## লোধা উপজাতী সম্প্রদায়ের পড়ুয়াদের নিয়ে মূকাভিনয় ও নাটকের কর্মশালা- ২০২৫

প্রতিনিধি ঃ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল ঠাকুরনগর থিয়েট্রিকস আয়োজিত আদিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বাচ্চাদের নিয়ে মূকাভিনয় ও নাটকের কর্মশালা— ২০২৫। টানা দশদিন ধরে পশ্চিম মেদিনীপুরের শেষপ্রান্ত নারায়ণগড়ের আদিবাসী গ্রামের কুড়িজন সাঁওতাল ছেলে মেয়েদের নিয়ে চললো এই কর্মশালা।

প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে এই কর্মশালার শুভ উদ্বোধন করেন খড়গপুর আইআইটির প্রফেসর ড. প্রদীপ কুমার ভৌমিক মহাশয় এবং ওই এলাকার আদিবাসী ছেলে মেয়েরা, উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট স্ক্যাল্পচার আর্টিস্ট শ্রী সুধীর কুমার মাইতি মহাশয়, উপস্থিত ছিলেন দি ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল রিসার্চ এন্ড অ্যাপ্লাইড এনথ্রোপলোজির সভাপতি ড. মনোরঞ্জন ভৌমিক মহাশয়।

উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে থিয়েট্রিকসের কর্ণধার জগদীশ ঘরামী ওখানকার ছেলে মেয়েদের দিয়েই উত্তরিও এবং পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নেন সকল অতিথি বৃন্দকে, উপস্থিত সকলে এক এক করে তাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে। তাদের বক্তব্যে, উঠে এসেছে সমাজের কুসংস্কার দূরীকরণে এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের অগ্রগতির জন্য থিয়েটার কতটা প্রয়োজনীয়। এই কর্মশালার প্রধান প্রশিক্ষক ছিলেন থিয়েট্রিকস এর কর্ণধার ও নির্দেশক শ্রী জগদীশ ঘরামী এবং সহযোগিতায় ছিলেন ঠাকুরনগর থিয়েট্রিক্সের কমল দে। দশদিনের এই কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র ছাত্রীরা এই সময়ের সব থেকে বড় সমস্যা "সারমেয়দের" কে উচ্ছেদ করাকে কেন্দ্র করে "বাঁচার অধিকার" নামে একটি পঁয়তাল্লিশ মিনিটের নাটক নির্মাণ করেন। ২৪শে নভেম্বর ২০২৫ দি ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল রিসার্চ এন্ড অ্যাপ্লাইড এনথ্রোপলোজির মুক্তমঞ্চে নাটকটি মঞ্চস্থ করে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীরা।

## বিশ্বাসঘাতক দল বিজেপি

প্রথমপাতার পর...

এদিকে বনগাঁ মহকুমা জুড়ে প্রচুর ভুতুড়ে ভোটারের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। এই ভূতুড়ে ভোটারদের মধ্যে মতুয়া ভোটাররা রয়েছেন। যারা ভয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছেন। মতুয়া ভক্তদের কথায়- চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে বিজেপি আমাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠাবে। তখন আমাদের কী হবে! বাগদার সিন্দ্রানি খড়ের মাঠ এলাকায় খাতা কলমে সাড়ে ৪৫০ জন ভোটার ছিল। খসড়া তালিকা বেরোনোর পর দেখা যাচ্ছে ওই বুথ থেকেই ১৬৫ জনের নাম কাটা গেছে। কিন্তু তারা কারা, তাদের শারীরিক অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে এলাকার মানুষ জানাচ্ছেন, এসআইআর-এর ভয়ে কেউ কেউ এখান থেকে চলে গিয়েছেন।

সব মিলিয়ে এসআইআর নিয়ে আতঙ্ক আরো বেড়েছে মতুয়াদের মধ্যে। একইসঙ্গে ক্ষোভ বেড়েছে বিজেপির বিরুদ্ধেও। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের বিরুদ্ধে। এ বিষয়ে শান্তনু ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। তবে অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি তথা গাইঘাটার বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর বলেন, এটা ঠিক যে, নো ম্যাপিং ভোটারদের মধ্যে ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ মানুষ উদ্বাস্তু শ্রেণীর। এদের একমাত্র রক্ষাকবজ সিএএ। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাছে আবেদন করব। ফার্স্ট ট্রাক এর মাধ্যমে দ্রুত এই সব মানুষদের নাগরিকত্ব দিয়ে দেওয়ার জন্য। আমি যা বলার, চূড়ান্ত খসড়া তালিকা প্রকাশের পরেই বলবো।

২০১৯ সাল থেকে বনগাঁ মহকুমায় লোকসভা বিধানসভার প্রতিটি ভোটে বিজেপি জয়লাভ করেছেন। এর পেছনে ছিল মতুয়াদের একটা বড় অংশের সমর্থন। তারা আশায় ছিল, বিজেপি তাদের নাগরিকত্ব দেবে। কিন্তু এই সংকটের সময়ও তারা নাগরিকত্ব না পেয়ে বিজেপির উদ্দেশ্যে বলছেন, আমাদের নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে রাজনীতি করে গেল। এস আই আর এর চূড়ান্ত তালিকায় যদি নাম না থাকে, তার মধ্যে যদি সিএ এর মাধ্যমে নাগরিকত্ব না মেলে, তাহলে ডিটেনশন ক্যাম্প। আতঙ্কের ছাপ কয়েক হাজার উদ্বাস্তু মতুয়াদের চোখে মুখে।

# ছেকাটি প্রাথমিকের বার্ষিক অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনী

সংবাদদাতা ঃ বিগত বছরগুলির মতো এবারও বর্ষ শেষে বিদ্যালয়ের বার্ষিক অনুষ্ঠান ও শিক্ষামূলক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন গাইঘাটা পূর্বচক্রের ছেকাটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পড়ুয়াগণ। গত ২৩ ডিসেম্বর সকালে আয়োজিত অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও সমাজকর্মী শ্যামল বিশ্বাস, গ্রাম শিক্ষা-কমিটির সভাপতি তথা স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য চন্দ্রকান্ত দাস, যাদব চন্দ্র মণ্ডল, কার্তিক দাস, সুভাষ মণ্ডল, ও সাংবাদিক তপন মণ্ডল প্রমুখ। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ইলা রানী মণ্ডল উপস্থিত সললকে স্বাগত জানান, সহ শিক্ষিকাগণ সকলকে বরণ করে নেন। বিশিষ্টজনেরা সকলে বিদ্যালয়ের সুকুমারমতি ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণে ও তাঁদের প্রতিভার বিকাশ সাধনে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের এই মহতী উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সুসজ্জিত মঞ্চে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম শতবর্ষে আয়োজিত মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে কচি-কাঁচা পড়ুয়ারা সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি ইত্যাদি পরিবেশন করে। বিদ্যালয় অঙ্গনে আয়োজিত হস্তশিল্প, পুস্তক, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি প্রদর্শনী সমবেত শিক্ষানুরাগী মানুষজনের প্রশংসা লাভ করে। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দিকে সেরা পড়ুয়াগণের হাতে উপহার তুলে দেন উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা। নানা অনুষ্ঠান ও শিক্ষাদরদি বহু মানুষজনের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে বিদ্যালয় আয়োজিত এদিনের সমগ্র অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।




## অনুষ্ঠিত জৈব মেলায় দারুণ সাড়া

সংবাদদাতা ঃ গত ১৯ ডিসেম্বর মধ্যাহ্নে গোবরডাঙার রেনেসাঁস ইনস্টিউট এর মঞ্চে মহা সমারোহে শুরু হয় তিনদিন ব্যাপী আয়োজিত জীব বৈচিত্র্য সুরক্ষা ও জৈব মেলা- ২০২৫। গোবরডাঙা জীব বৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতি ও গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদ এর উদ্যোগে এবং বিথারী দিশা সহ বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতায় মেলা বেশ জমজমাট হয়ে ওঠে। অন্যতম উদ্যেক্তা দীপক কুমার দাঁ আয়োজিত মেলাকে সার্থক করে তুলতে বিশেষ ভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন রাজ্য জীববৈচিত্র পর্যদ। আয়োজিত জৈব মেলার উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট রসায়নবিদ ড.দেবপ্রসাদ ঘোষ দস্তিদার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট জনদের মধ্যে ছিলেন, জৈব কৃষি বিজ্ঞানী ড. সুনীল বিশ্বাস, বর্ষিয়ান শিক্ষক সমাজ সেবি কালিপদ সরকার, পবিত্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। বিশিষ্ট জনেরা সকলে জৈব চাষ এবং জীব বৈচিত্র সুর ক্ষায় সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

# শুরু হল ২৩তম বর্ষের গোবরডাঙা বইমেলা

সংবাদদাতা ঃ গত ২৪ ডিসেম্বর অপরাহ্নে গোবরডাঙা রেঁনেসাঁস ইনস্টিটিউট সংলগ্ন প্রীতিলতা শিক্ষা নিকেতন স্কুল প্রাঙ্গনের সুসজ্জিত মঞ্চে স্থানীয় উত্তরায়ণ প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়াদের গাওয়া সংগীতের মধ্যদিয়ে আট দিন ব্যাপী আয়োজিত ২৩তম বর্ষের গোবরডাঙা বইমেলার সূচনা হয়। মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বালন করেন উদ্বোধক আনন্দ ও বঙ্কিম পুরস্কারে ভূষিত বিশিষ্ট সাহিত্যিক নলিনী বেরা।

উদ্বোধনী আনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর, অধ্যাপক বিজন কান্তি নন্দী, বর্ষিয়ান সমাজকর্মী ও শিক্ষক কালিপদ সরকার, সমীর কিশোর নন্দী, স্থানীয় কাউন্সিলর ড. রত্ন বিশ্বাস চৌধুরী ও দেবাশিস বিশ্বাস প্রমুখ। গ্রন্থ মেলার ২৩তম বর্ষে উপস্থিত সকলে ২৩ টি প্রদীপ প্রজ্জ্বালন করেন।

স্বাগত ভাষণে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন বই মেলা কমিটির সম্পাদক প্রবীর বিশ্বাস উদ্বোধক শ্রী বেরা শহর কলকাতা থেকে বহু দূরে গোবরডাঙায় বই মেলার উদ্যোক্তাদের মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান, সেই সঙ্গে তাঁর সাহিত্য রচনা ও পুরস্কার পাওয়া এবং পুরস্কারের প্রাপ্ত অর্থ আদিবাসী সমাজের উন্নয়নে দান করার কথাও বলেন।

মেলার বিভিন্ন দিনে রয়েছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানা প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা, সন্ধ্যায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অন্যতম সংগঠক বাসুদেব মুখোপাধ্যায় জানান, ২৮ ডিসেম্বর মধ্যাহ্নে আয়োজিত কবি সম্মেলন ও স্বরচিত কবিতা পাঠের আসরে উপস্থিত কবিগণ স্বরচিত কবিতা ও সাহিত্য পাঠে অংশ নেবেন। সন্ধ্যায় রয়েছে দর্শক ক্যুইজ। ৩১ ডিসেম্বর অপরাহ্নে যোগাসন প্রদর্শনী ও সন্ধ্যায় বিভিন্ন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরনী ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ২৩ তম বর্ষের বই মেলার সমাপ্তি ঘটবে বলে সহ-সম্পাদক দীপক কুমার নন্দী জানানে।

# মতুয়াদের নাম বাদ যেতে পারে আশঙ্কা শান্তনুরও

প্রথমপাতার পর...

সকলে প্রাণ হাতে করে এসেছিল।

এদিন অবশ্য শান্তনু ঠাকুর পাশাপাশি মতুয়া উদ্বাস্তুদের ভরসাও দিয়েছেন। বলেছেন ভারত সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান থেকে আসা শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য সিএএ আইন করেছে। এরা সকলেই নাগরিকত্ব পাবেন এবং ভোটাধিকার পাবেন। তবে শান্তনু ঠাকুরের এই মন্তব্যে মতুয়াদের মধ্যে আরও আতঙ্ক বেড়ে গেল। কারণ, ইতিমধ্যেই খসড়া ভোটার তালিকায় প্রচুর মতুয়া উদ্বাস্তুদের নাম বাদ গেছে কিংবা সংশয়ের তালিকায় রয়েছে। বিজয় সরকার নামে এক মতুয়া ভক্ত বলেন, শান্তনু ঠাকুররা আমাদের নিয়ে রাজনৈতিক খেলার পুতুলে পরিণত করেছে। প্রথমে বলেছিল, নাগরিকত্ব দেবে, এখন বলছে বাদ যাবে। আমাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মধ্যে চলে গেল। শান্তনুর বক্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছে তৃণমূল। তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, আমরা বহুদিন ধরে বলে আসছি, বিজেপি মতুয়াদের ভাওতা দিচ্ছে। এবার সেই আশঙ্কাই সত্যি হলো। তবে চিন্তার কিছু নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মতুয়াদের পাশে ছিলেন এবং আছেন। কাউকে দেশ থেকে বিতাড়িত হতে দেবেন না তিনি। এদিনের সভা থেকে শান্তনু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা করে বলেন, এখানে সিএএ এর বিরোধিতা করে মুখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশের ইউনুস সরকারকে সমর্থন করছেন। এখানে মৌলবাদীদের সমর্থন করা মানে বাংলাদেশের মৌলবাদীরা উৎসাহিত হবেন, হিন্দুদের উপর আরো অত্যাচার করবেন।

# পুরপ্রধানের মুকুটে দিলীপ মজুমদার

প্রথমপাতার পর...

নির্দেশ অমান্য করেন এবং পদত্যাগপত্র জমা দেননি। এর ফলে দলের মধ্যে আরও অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। তার বিরুদ্ধে তৃণমূলের নয় জন কাউন্সিলর অনাস্থা প্রস্তাব আনেন এবং ভোটাভুটির দিন সকালে গোপাল শেঠ বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করেন। তবে বিষয়টি এখানেই শেষ হয়নি। গোপাল শেঠ ভাইস চেয়ারম্যান জ্যোৎস্না আঢ্যকে পদ থেকে সরিয়ে দেন। যার ফলে আরও রাজনৈতিক অশান্তি সৃষ্টি হয়। এরপর বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল শোকজের চিঠি পাঠায় এবং দলের নির্দেশের মান্যতা না দেওয়ার কারণ জানতে চায়। সাত দিনের মধ্যে পদত্যাগের নির্দেশ দেওয়ার পরেও গোপাল শেঠ দলের আদেশ উপেক্ষা করেন, যা তৃণমূলের মধ্যে নেতৃত্বের জন্য নতুন সংকট সৃষ্টি করেছে।

এদিকে, দলীয় নির্দেশের প্রতি অবজ্ঞা ও স্থানীয় বাসিন্দাদের অসন্তোষের ফলে বনগাঁ পুরসভার উন্নয়ন আরও ধীর গতিতে চলতে থাকে। নাগরিকদের অভিযোগ যে, দীর্ঘ সময় ধরে বনগাঁ শহরের উন্নয়ন কার্যক্রমে কোনও দৃশ্যমান পরিবর্তন ঘটেনি। এর ফলস্বরূপ, দলের জন্য এটি এক বড় রাজনৈতিক বিপর্যয় হয়ে দাঁড়ায়।

নতুন চেয়ারম্যান দিলীপ মজুমদার এবং ভাইস চেয়ারম্যান জ্যোৎস্না আঢ্য দায়িত্ব গ্রহণ করার পর শহরের উন্নতি নিয়ে তারা বেশ আশাবাদী হলেও, বাস্তবে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল এই নতুন নেতৃত্বের জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বনগাঁ পুরসভায় নেতৃত্বের এই পরিবর্তন তৃণমূলের জন্য একটি বড় রাজনৈতিক প্রশ্ন তৈরি করেছে, এবং ভবিষ্যতে এই পরিবর্তন কতটা সফল হবে তা দেখতে পাবে বনগাঁর সাধারণ মানুষ।

শুভ বিজয়ার আন্তরিক অভিবাদন ও শুভকামনা জানুন

মানকः পথপ্রদর্শকः
নিউ পি.সি. জুয়েলার্স

বিশেষ দ্রষ্টব্য: | হলমার্ক ছাড়া সোনার গহনা কম্পিউটার দ্বারা টেস্টিং করে নেওয়া হয়। | পুরোনো সোনা ও রুপো খরিদ করা হয়। | সোনা, রুপা, ডায়মন্ড এর গহনা ও গ্রহরত্ন হোলসেল করা হয়।

আমাদের ISI TESTING CARD-এর মাধ্যমে গ্রহরত্ন কিনলে যা ব্যবহার করার পরেও ফেরত মূল্য পাওয়া যায়।

সোনার দাম পেপার দরে

ফরেক্স সুবিধা উপলব্ধ (RBI অনুমোদিত)
আমাদের বিশ্বব্যাপী বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় সুবিধা রয়েছে।
আমাদের এখান থেকে ফরেক্স-এর লাইসেন্স করে দেবার সু-ব্যবস্থা আছে।

জ্যোতিষি প্রতিদিন চেম্বারে বসছেন
বিশিষ্ট জ্যোতিষের কাছে বিনামূল্যে পরামর্শ নিন শুধুমাত্র বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার কলকাতাতে এবং শনিবার বনগাঁতে।

ফরেক্স-এর কাজ জানা (৫-১০ বছরের অভিজ্ঞতা) সেলম্যান ও অফিস স্টাফ চাই

আমাদের এখানে ট্রাভেলার কার্ড ও সমস্ত বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের কাজ করা হয়। সকল ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেলার যারা মুদ্রা বিনিময় করতে চান, নীচে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করুন

সোনা, রুপা, হীরা এবং আসল পাথর কিনলে পাওয়া যাবে ধামাকা ছাড় এবং আকর্ষণীয় উপহার

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
১০৭, ওল্ড চায়না বাজার স্ট্রিট, বড়বাজার, রাম রহিম মার্কেট
৩য় তলা, রুম নম্বর ৩০৪, কলকাতা ৭০০ ০০১

আমাদের শোরুম প্রতিদিন খোলা



ডায়মন্ড জুয়েলারীতে স্পেশাল ধামাকা Offer

শিয়ালদহ বা হাওড়া স্টেশন থেকে বাসে বা অটোতে ত্রিপলপট্টি (ব্র্যাবন রোড) নেমে রাস্তা পার করে কাচের বিল্ডিং (পাশে ভিখারাম চাঁদ মল)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে) | নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা | নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), দোতলায় | নিউ পি. সি. অপটিক্যাল বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে)

বনগাঁ স্টেশন থেকে টোটোতে বাটার মোড়

80177 18950 | 98003 94460 | 82503 37934
npcjewellers@gmail.com www.npcjewellers.com

কর্মসংস্থানের সুযোগ
আমাদের শোরুমের জন্য গানম্যান প্রয়োজন।
আমাদের শোরুমের জন্য সুদক্ষ কারিগর প্রয়োজন। ESI, PF আছে।
অভিজ্ঞ জ্যোতিষীদের জন্য চেম্বার প্রস্তুত অতিসত্বর যোগাযোগ করুন।
আমাদের নিউ পি.সি. অপটিক্যালে ১-২ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সেলসম্যান চাই।
নিউ পি.সি. জুয়েলার্সে ২-৩ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সোনা, রূপো ও হিরে ও গ্রহরত্নের সেলসম্যান চাই। ESI, PF আছে।
জুয়েলারী শোরুমের কাজেকর্মে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কম্পিউটার ও বারকোডের কাজ জানা স্টাফ চাই।
CCTV ক্যামেরা, ফেন ও কম্পিউটার সংক্রান্ত বিষয়ে জানা অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান স্টাফ প্রয়োজন।

প্রতি কেনাকাটায় 20% - 30% ছাড়
সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ
নিউ পি.সি. অপটিক্যাল
বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

ডাক্তারদের অনুরোধ
আমাদের নিউ পি.সি. অপটিক্যালের নতুন ব্রাঞ্চ-এ চক্ষু বিশেষজ্ঞদের জন্য চেম্বর করার সুব্যবস্থা রয়েছে। বনগাঁয় একটি নতুন চক্ষু হাসপাতাল হতে চলেছে।

DENTIST বা দাঁতের ডাক্তার প্রয়োজন
আমাদের New PC Optical- এর আধুনিক এবং উন্নতমানের Dental Set up তৈরি হচ্ছে, তাই অভিজ্ঞ BDS /Dental Surgeon প্রয়োজন, যিনি নিয়মিত বা পার্ট টাইম চেম্বার করতে ইচ্ছুক তারাই যোগাযোগ করবেন।

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**